আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফোকাল পয়েন্ট অফিস, হেড অফিস, ঢাকা

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- এআইবিএল/প্রকা/এফপি/২০১৮/৭৪(৫) তারিখ-২৮/০৬/২০১৮

সকল শাখা/জোন/বিভাগ/উইং
আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

বিষয়- **বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী দপ্তর/ শাখার অতীব গুরুতর অনিয়ম/দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ (Grey Area) চিহ্নিতকরন এবং প্রতিরোধকরন প্রসঙ্গে।**

মুহতারাম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা অবহিত আছেন যে, বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' (National Integrity Strategy) প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প হলো: 'সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া' এবং অভিলক্ষ্য হলো: 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা'। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে আমাদের ব্যাংকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-২০১৮ প্রনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত কাঠামো বাস্তবায়ন এবং সোনার বাংলা গড়া ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হলো সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি। সেজন্য সরকার দুর্নীতিকে উন্নয়নের এক নম্বর অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালনার্থে অত্র ব্যাংকে অতীত/বর্তমান কার্যক্রমের উপর যে সকল অতীব গুরুতর অনিয়ম/অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে অন্তত ২০টি অনিয়ম/অন্তরায় ৩০শে জুনের মধ্যে চিহ্নিতকরন ও প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহন করত:বাংলাদেশ ব্যাংকে জানাতে হবে। এতদবিষয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক সনাক্তকৃত অতীব গুরুতর অনিয়ম সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত ২০টি অনিয়ম দূরীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

০১। বিনিয়োগের বিপরীতে গৃহীত মর্টগেজ সম্পত্তির অতি মূল্যায়ন করা।
০২। ক্ষতিপূরণ আদায় না করে মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ হিসাব বন্ধ করা
০৩। এমপিআই/মুরাবাহা গুদামের উপর শাখার কোন নিয়ন্ত্রন না থাকা।
০৪। মর্টগেজ দলিল সম্পাদন ছাড়াই বিনিয়োগ(স্টাফ হাউজ বিল্ডিং) বিতরণ করা।
০৫। মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী RJSC এর সহিত স্থায়ী সম্পত্তির চার্জ সৃষ্টি না করা।
০৬। সাফ কবলা দলিল/ পর্চার সহিত মর্টগেজ সম্পত্তির গরমিল হওয়া।
০৭। আনুপাতিক মুনাফা ছাড়া বিনিয়োগ ডিলের আসল টাকা আদায় করা।
০৮। মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত বন্ধক না নেয়া
০৯। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক কর্পোরেট গ্যারান্টি ছাড়াই বিনিয়োগ প্রদান করা
১০। সহায়ক জামানত হিসেবে প্রয়োজনীয় এমটিডিআর না নেয়া
১১। সার্কুলার অনুযায়ী এমআইবি মুনাফা না নেয়া।
১২। বিনিয়োগের অন্যান্য চার্জ খাত ডেবিট করে এইচপিএসএম এর কিস্তি আদায় করা
১৩। আমানত স্কীম হিসাবের উদ্বৃত্তের চেয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রদান করা
১৪। এইচপিএসএম ডিল সৃষ্টি করে মুরাবাহা টিআর দায় পরিশোধ করা
১৫। পূর্ণ রপ্তানী আয় পাওয়া সত্ত্বেও বাই ইসতিসনা বিনিয়োগ আদায় না করা
১৬। বিল মূল্য আদায় ছাড়াই গ্রাহককে এনওসি দেয়া
১৭। রপ্তানীর বিফলতায় বাইম ওয়েজ বিল সৃষ্টিকরা এবং স্টক লটে মালামাল না থাকা
১৮। নির্ধারিত সম্পূর্ন মার্জিন আদায় ছাড়াই এলসি খোলা
১৯। এমটিডিআর/পিডিএস হিসাব নগদায়নের ক্ষেত্রে বেশী মুনাফা দেয়া
২০। লকার ভাড়া যথাযথভাবে আদায় না করা।

অতএব কোন দপ্তরে /শাখায় উপরোক্ত অতীব গুরুতর অনিয়ম এখনো অপরিপালিত থাকলে উহা আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পরিপালন করত অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে অনুরুপ অতীব গুরুতর অনিয়ম/অন্তরায়/ দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম সংঘটিত না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

মা-আসসালাম

স্বা/-
(মোঃ আবদুর রহিম দুয়ারী)
ইভিপি ও সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি

স্বা/-
(কাজী তওহীদ উল আলম)
ডিএমডি ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

অনুলিপিঃ
০১। পিএস টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক,এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
০২। পি এস টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগন,এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
০৩। সচিব, পরিচালক পর্ষদ সচিবালয়,এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
০৪। প্রিন্সিপাল, এআইবিএল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

ইভিপি ও সদস্য সচিব

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
ফোকাল পয়েন্ট অফিস, হেড অফিস, ঢাকা

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং– এআইবিএল/প্রকা/এফপি/২০১৭/৯৬ তারিখ- ২৮/০৯/২০১৭

সকল শাখা ও জোনাল অফিস
আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

বিষয়- মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়নার্থে কতিপয় জরুরী কার্যাবলী সম্পাদন প্রসংগে।

মুহতারাম
আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা অবহিত আছেন যে,গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প হলো: 'সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া' এবং অভিলক্ষ্য হলো: "রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা"। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে আমাদের ব্যাংকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো,২০১৭-২০১৮ প্রণীত হয়েছে। উক্ত কাঠামো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শাখা, জোন ও সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়ে নিম্ন বর্নিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে।

১। সিটিজেন চার্টারে বর্নিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান করতে হবে (সিটিজেন চার্টার ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যাহা ডাউনলোড করে নিতে হবে)।
২। ২০১৭-২০১৮ সালের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩১.১২.২০১৭ তারিখের মধ্যে কমপক্ষে দুটি করে বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি সহজীকরন করতে হবে।
৩। সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান গ্রাহক/ভাসমান গ্রাহক/অন্য কারো কোন অভিযোগ থাকলে উহা দ্রুত নিস্পত্তি করে নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ সর্বোচ্চ ০৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।
৪। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে উহা পরিপালন করা এবং প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নৈতিকতা কমিটিকে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।
৫। সকল কর্মকর্তা,কর্মচারীদের অংশগ্রহনে সময়ে সময়ে নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সভা/সম্মেলন আয়োজন করতে হবে।
৬। ব্যাংকের কার্যক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সোস্যাল মিডিয়া(ফেসবুক, ভিডিও কনফারেন্স, ই-মেইল ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।
৭। নৈতিকতা বিষয়ক সাম্প্রতিক নির্দেশনা ছাড়াও ব্যাংকের বিনিয়োগ, জেনারেল ব্যাংকিং,এজেন্ট ব্যাংকিং, বৈদেশিক বাণিজ্য/ বৈদেশিক মুদ্রা ও শরীয়া নীতিমালাসহ সকল কোর-রিস্ক নীতিমালা/গাইডলাইন্স/ইন্সট্রাকশন সার্কুলার ইত্যাদি পরিপালন করত ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে,বিদ্যমান সকল পলিসি/নীতিমালা/গাইডলাইন্স ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিপালন করে ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদনও নৈতিকতার অংশ বটে।
৮। দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ(Grey Area) চিহ্নিত করা ও অতীতে ঘটে যাওয়া কোন দুর্নীতি/অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনসহ নতুন অতীব গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি প্রতিরোধে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
৯। পূর্বের মাসিক সভার পরিবর্তে এখন থেকে ত্রৈমাসিক অন্তে নৈতিকতা বিষয়ক সভা করতে হবে। এতদবিষয়ে ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং এআইবিএল /এফপিও/২০১৬/১৩ তারিখ ২৪.০১.২০১৬ এর নির্দেশাবলী অনুসরন করতে হবে।
১০। অত্র ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াসম্মতভাবে সম্পাদনসহ "নির্বাহী/কর্মকর্তাগন সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রেখে যে সেবা প্রদান করছে" উহা ব্যক্তিগতভাবে অবহিতকরন ছাড়াও সময়ে সময়ে গ্রাহক সমাবেশ/সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রাহক/জনগনকে অবহিত করতে হবে।

অতএব, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং অত্র ব্যাংকের বৃহত্তর স্বার্থে উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

মা-আসসালাম

স্বা/-
(মোঃ আবদুর রহিম দুয়ারী)
ইভিপি ও সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি

স্বা/-
(কাজী তওহীদ উল আলম)
ডিএমডি ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য
০১। পিএস টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা
০২। সচিব, পরিচালক পর্ষদ, এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা
০৩। সকল উইং/বিভাগীয় প্রধান, এআইবিএল, হেড অফিস, ঢাকা
০৪। প্রিন্সিপাল, এআইবিএল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৩২ তোপখানা রোড, ঢাকা

RECEIVED
CENTRAL DESPATCH
28 SEP 2017
AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD.
HEAD OFFICE, DHAKA

Board & Shariah
28.09.17

ইভিপি ও সদস্য সচিব

ডিএমডি ও সভাপতি

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ও পরিপালন উইং
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং-আইসিসিডব্লিউ/২০১৪/৩০

RECEIVED
10 MAR 2013
Al-Arafah Islami Bank Ltd.
Head Office, Dhaka.

তারিখঃ ০৯/০৩/২০১৪

সকল শাখা/জোন প্রধান
উইং/বিভাগীয় প্রধান
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সর্বস্তরে নৈতিকতার মানোন্নয়ণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান/সম্ভাব্য সমস্যাবলী চিহ্নিত ও দূরীকরণ প্রসঙ্গে।

মুহতারাম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র সূত্র নং-এইচআর-১(ওএন্ডডি) ফোকাল-১/২০১৩-২ তারিখ অক্টোবর ১০, ২০১৩ এর প্রেক্ষিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সম্ভাব্য/বিদ্যমান সমস্যাবলী দূরীকরণার্থে ইতোমধ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ব্যাংকের সকল স্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এমতাবস্থায়, আমানতকারী ও শেয়ার হোল্ডারসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে অত্র ব্যাংকের অভ্যন্তরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিসি/গাইডলাইন্স/নির্দেশনা সার্কুলার/সার্কুলার ইত্যাদি যথাযথ পরিপালন ছাড়াও নিম্নোক্ত সম্ভাব্য/বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ/সমস্যাবলী দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১. দেশের বর্তমান অসম প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান পলিসি/রীতিনীতি যথাযথভাবে পরিপালন না করে প্রবৃদ্ধি/টার্গেট অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
২. বিনিয়োগের বিপরীতে প্রস্তাবিত/বন্ধকী সম্পত্তির দলিলাদির সঠিকতা সংশ্লিষ্ট সকল অফিস হতে যাচাই/তুলনা না করে ভুঁয়া/ক্রটি যুক্ত জমি-জমা বন্ধক গ্রহণ করতঃ গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করা।
৩. গ্রাহকের ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও ভুঁয়া ব্যবসার নামে, পণ্যের মনগড়া ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করা।
৪. ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহক থেকে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে ব্যাংকের বিদ্যমান বিনিয়োগ নীতিমালা লংঘন করতঃ সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ণ করে বিনিয়োগ প্রদান করা।
৫. গ্রাহকের ব্যবসার যথাযথ Need Assessment না করে অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রদান করে ব্যাংকের ঝুঁকি বৃদ্ধি করা।
৬. উপযুক্ত ব্যবসা ব্যতীত ও স্থানীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে Accomodation Bill করতঃ তহবিল স্থানান্তরে সহায়তা করা।
৭. বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহন ও উত্তম বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচন না করা।
৮. খেলাপী বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে এনআই এ্যাক্ট ও অর্থঋণ আদালতের মামলা দ্রুত নিস্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
৯. অসৎ উদ্দেশ্যে/অবৈধভাবে এক হিসাবের টাকা অন্য হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থ আত্নসাতের প্রচেষ্টা করা।
১০. কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অনৈতিকভাবে অর্থ আত্নসাৎ বা তসরুপ রোধে পূর্ব সর্তকতা অবলম্বন না করা।
১১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার ভিত্তিতে গ্রাহকের KYC গ্রহণ ও লেনদেন পর্যালোচনা করে STR সনাক্ত না করা।
১২. কর্মকর্তাদের যথাযথ ট্রেনিং এর মাধ্যমে ব্যাংকের সৎ ও দক্ষ কর্মীবাহিনী গঠনে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
১৩. গ্রাহক কিংবা সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক (গীবত/মিথ্যাচার/অসদাচরণ) ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে সেবার মান হ্রাস পাওয়া।
১৪. ইসলামী ব্যাংক হিসাবে ব্যাংকের সকল কর্মকান্ডে শরীয়াহ্ নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
১৫. বিদ্যমান চুক্তিপত্রে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে শরীয়াহ্ পরিপালনের দায়সারা প্রচেষ্টা করা এবং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়/ভাড়াকে অগ্রাহ্য করা।
১৬. উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার করে অধস্তনদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা।
১৭. ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান/দক্ষতা অর্জনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যথাযথ প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা।
১৮. নির্বাহী/কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকদের নিকট থেকে ধার-কর্জ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা।
১৯. শাখা ব্যবস্থাপক/জোন/ বিভাগীয় প্রধান/সহকর্মীদের মধ্যে অফিসিয়াল কোন আলোচনার আগাম তথ্য ফাঁস করে পরিবেশ নষ্ট করা।
২০. উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তাদের ন্যায় সংগত নির্দেশের প্রতি সম্মান না দেখানো/পরিপালন না করা।
২১. স্ব-স্ব কাজে মনোনিবেশ করতঃ যথাযথ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা গ্রহনের পরিবর্তে তোষামোদ দ্বারা কার্যসিদ্ধির পায়তারা করে সময় নষ্ট করতঃ ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা।
২২. নিয়োগ,পদোন্নতি, বদলী ও জব-রোটেশন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় মান-সম্মত ক্রাইটেরিয়া অনুসরণ না করা।
২৩. সৎ, দক্ষ, পরিশ্রমী এবং অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নানাবিধ উৎসাহ/প্রণোদনা ও পদোন্নতি প্রদানে নিরপেক্ষতা বজায় না রাখা এবং যথাসময়ে স্বীকৃতি/মর্যাদা প্রদান না করা।

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সর্বস্তরে নৈতিকতার মানোন্নয়ণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান/সম্ভাব্য সমস্যাবলী চিহ্নিত ও দূরীকরণ প্রসঙ্গে।

২৪. আন্তঃ বিভাগ এবং শাখা সমূহের কাজের মধ্যে যথাযথ সহযোগিতা/সমন্বয় সাধন না করা।
২৫. প্রতিটি কাজকর্মে নির্বাহী/কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা।
২৬. শুধুমাত্র কান কথার ভিত্তিতে কারো প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা পোষণ করতঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৭. উত্তম গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজের যথাযথ তদারকি ও সময়মত সহযোগীতা না করা।
২৮. শাখা বা বিভাগীয় পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা।
২৯. ব্যাংকের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন নির্বাহী/কর্মকর্তাদের অযাচিত ও অন্যায় নির্দেশনা পরিপালন করতঃ ব্যাকের ক্ষতি সাধন করা।
৩০. দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়ে সময়ে শাখা বা বিভাগের সকলকে নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা না করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তাঁর ইনসাফ পূর্ণ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা।
৩১. ব্যাংকের সকল পর্যায়ে Corporate Governance/সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন/বিধি-বিধান ইত্যাদি পালন করতঃ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা না রাখা।
৩২. ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়োপযোগী পলিসি প্রণয়ন/সংস্করণ ও ব্যাংকের শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি প্রদত্ত শরীয়াহ্ নীতিমালার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তার যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন না করা।
৩৩. ব্যাংকের নির্ধারিত কোড অব কন্ডাক্ট যথাযথভাবে অনুসরন ও পরিপালন না করা।

অতএব অত্র ব্যাংকের অভ্যন্তরে সর্বস্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নৈতিকতার উন্নয়নসহ সার্বিক শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিসি/গাইডলাইন্স/নির্দেশনা সার্কুলার/সার্কুলার ইত্যাদি যথাযথ পরিপালন ছাড়াও উপরোক্ত সম্ভাব্য/বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ/সমস্যাবলী অনুধাবন করতঃ উহা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের যাবতীয় কাজ তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

মা-আসসালাম
আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ আবদুর রহিম দুয়ারী)
এসভিপি ও হেড অব আইসিসি উইং
ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য সচিব,
নৈতিকতা কমিটি

(কাজী তৌহিদ-উল-আলম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এবং
সভাপতি,নৈতিকতা কমিটি

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক